আঞ্চলিকালাপন

শ্রম অভিবাসন

স্বল্পবিত্তের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের অর্থ বা পুঁজির একটি বড় উৎসই হচ্ছে অভিবাসনের মাধ্যমে উর্পাজিত অর্থ বা রেমিটেন্স। বাংলাদেশের অর্থনীতি শ্রম অভিবাসনের উপর অনেকাংশেই র্নিভশীল এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি স্থিতিশীল উৎস।

প্রতিবছর এদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অপ্রচলিত উপায়ে অভিবাসন করে। অপ্রচলিত অভিবাসন প্রক্রিয়ার কারণে কর্মীরা অধিক অর্থ ব্যয় করে এবং একই সাথে নানারকম ভোগান্তির শিকার হয়। তাই নিরাপদ ও বৈধ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

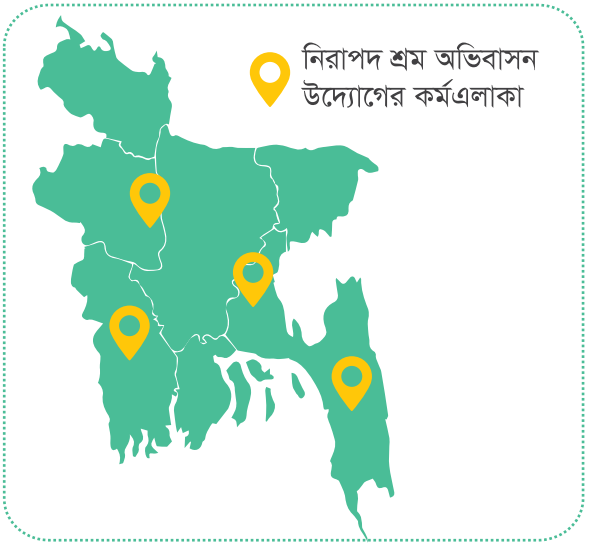

নিরাপদ শ্রম অভিবাসন উদ্যোগ

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে আই আই ডি, রামরু, বোমসা, ইপসা এবং ওয়ারবি এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠান "নিরাপদ শ্রম অভিবাসন" নামে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগটিকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রকাশ (চজঙকঅঝ) প্রকল্প সহায়তা করছে। চার অংশীদার প্রতিষ্ঠান (রামরু, বোমসা, ইপসা এবং ওয়ারবি) বিদেশে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সুন্দর ও সহজতর করার উদ্দেশ্যে চারটি অভিযোগ গ্রহণের' কার্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে চারটি প্রতিষ্ঠান টাংগাইল, নড়াইল, চট্টগ্রাম ও কুমিলা জেলায় কার্যত একটি ইউনিয়ন এবং একটি উপজেলায় (সর্বমোট চারটি ইউনিয়ন ও চারটি উপজেলায়) তাদের পাইলট কার্যক্রম শুরু করেছে।

আইআইডি উদ্যোগ

আইআইডি অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলোর এই চার পাইলট কার্যক্রম থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ এবং প্রবাসী ও প্রবাসগমনেচ্ছু এবং তাদের সহায়ক সকলের সাথে মতবিনিময় করছে। এর মাধ্যমে শ্রম অভিবাসনের বর্তমান জননীতি, আইন এবং বিধানগুলোকে জনমূখী করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে কাজ করছে।

আইআইডি উদ্যোগ

শ্রম অভিবাসনের বর্তমান অবস্থা

- আই ও এম এর তথ্যমতে দক্ষিণ এশিয়াতে সর্বোচ্চ শ্রম অভিবাসন ব্যয় হয় বাংলাদেশে। অভিবাসী শ্রমিকদের এই অতিরিক্ত খরচের অন্যতম কারন অপ্রচলিত শ্রম অভিবাসন।
- অভিবাসনের খরচ কাঠামো সাধারণত নির্ভর করে গন্তব্য দেশের উপর। এছাড়াও অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা, কাজের ধরন ও বেতন কাঠামোর উপরও খরচ কাঠামো নির্ভরশীল।
- সরকার কর্তৃক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত আদর্শ খরচ কাঠামোর উপাদানগুলো হচ্ছে বিমান ভাড়া, অগ্রীম আয়কর, ট্রেড টেস্টিং (দক্ষ কর্মীদের জন্য) প্রশিক্ষণ, কল্যাণ তহবিল, নিবন্ধন ফি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রিক্রুটিং এজেন্সীর সার্ভিস/ সেবা ফি, ইন্সুরেন্স, ভিসা ফি এবং অন্যান্য। বাস্তবে এই প্রস্তাবিত খরচ কাঠামো অনুসরণ করা হয়না।
- বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে গমনে ইচ্ছুক নিবন্ধিত কর্মী থেকে চাহিদা অনুযায়ী নিয়োগদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সীগুলো নিয়ম অনুসরণ না করে প্রথমে কর্মী নির্বাচন করে এবং পরবর্তীতে তাদের নিবন্ধন করে থাকে। একারনেও অভিবাসন খরচ বৃদ্ধি পায়।
- কাজের চুক্তিপত্রের ভাষা শ্রমিকদের জানা নেই এবং তাদের জন্য যেসকল নীতি, আইন বা বিধি বিধান রয়েছে সেসকল নথিপত্রের আইনি/ লেখ্য ভাষা তাদের বোধগম্য নয়।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি এবং নিয়োগ ব্যবস্থাপনার নিয়মের সীমিত বাস্তবায়ন নিরাপদ শ্রম অভিবাসনের অন্তরায়।

নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতে পলিসি ফোরামের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু :

১. অভিবাসী অধিকার, অভিবাসন প্রক্রিয়া ও সরকার প্রদত্ত অভিবাসন বিষয়ক সেবাসমূহ সম্পর্কে প্রচারনার জন্য কার্যকর উপায়গুলো কী কী ?

২. নিরাপদ ও সুষ্ঠ শ্রম অভিবাসন প্রচারনায় পদক্ষেপগুলো কী কী?

৩. অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতিতে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন?

৪. অপ্রচলিত উপায়ে শ্রম অভিবাসন বন্ধ করার কী কী পন্থা/ উপায় আছে?

৫. বৈদেশিক কর্ম সংস্থান বিষয়ক নিয়ম ও প্রবিধান তৈরিতে সুপারিশমালা।

৬. বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে যেতে খরচ বা ব্যয় কমানোর সমাধানগুলো কী কী?

আই আই ডি
৩/১১ হুমায়ূন রোড (৪র্থ তলা)
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ- (+৮৮০২) ৯১০১০১৬, ৯১০১২২৮, ৯১৪৫৮৬৫
www.iidbd.org
email@iidbd.org
/iidbd